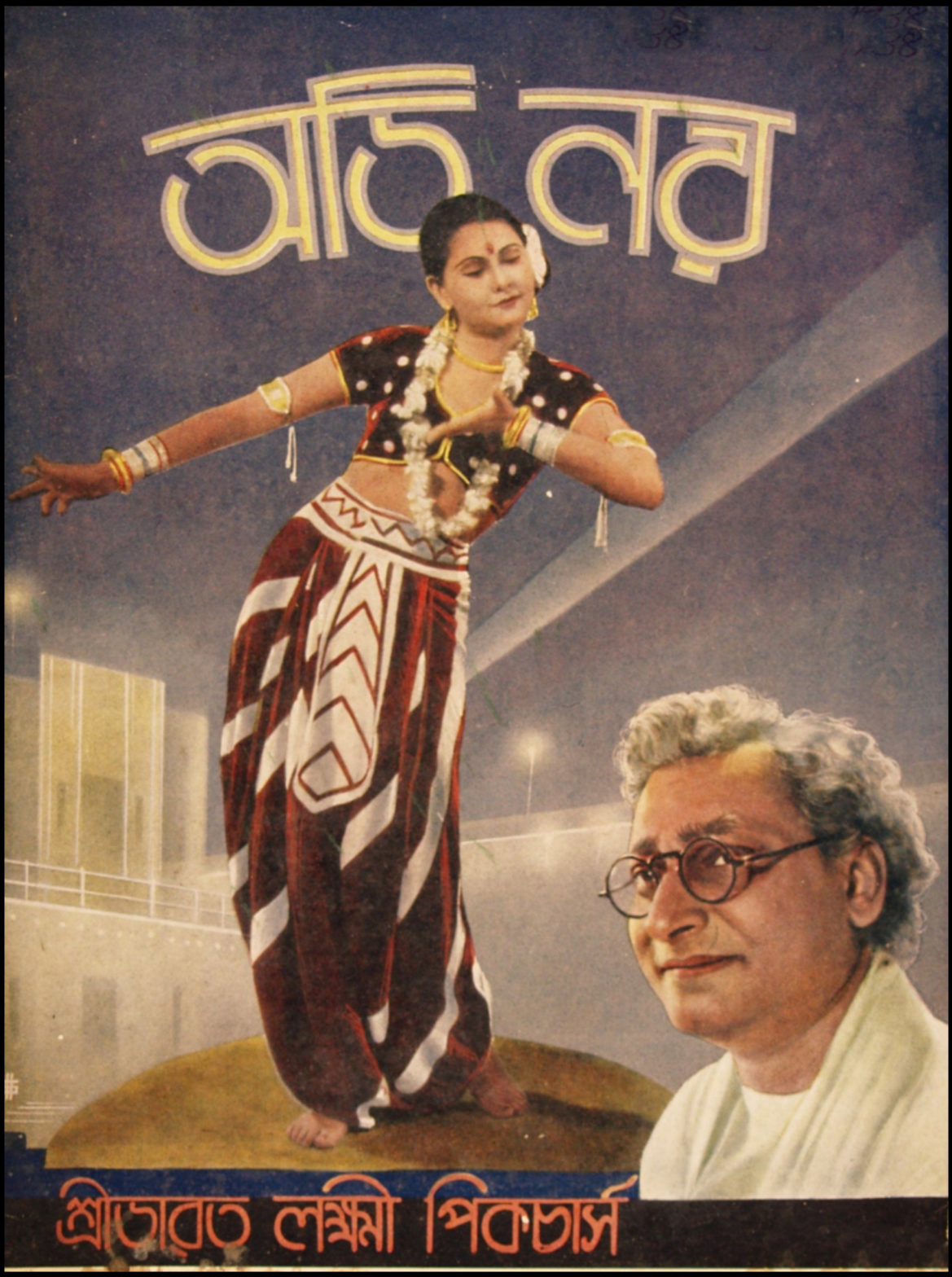

অভিনয়
শ্রীভারত লক্ষ্মী পিকচার্স

You Must Use

RCA

HIGH FIDELITY IN YOUR THEATRE

— TO GIVE —

"LIVING SOUND"

TO YOUR PATRONS.

PHOTOPHONE RCA HIGH FIDELITY SOUND

Is now installed in—

RUPABANI	NEW CINEMA	BHARAT LAKSHMI
CHAYA	PARADISE	GANESH TALKIES
BIJOLI	ALFRED	NATIONAL TALKIES

AND MANY OTHER THEATRES IN CALCUTTA

PATNA, DACCA, JORHAT, BHAGALPUR, MYMENSINGH, RANGOON AND OTHER STATIONS.

For Particulars and prices please write to :

EMPIRE TALKIE DISTRIBUTORS

LAHORE DELHI CALCUTTA KARACHI RANGOON.

পরিচয়

মণীষা — সাধনা বোস

পীতাম্বর চৌধুরী	অহীন্দ্র চৌধুরী
হীরক রায়	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
রতনগড়ের রাজা	বিভূতি গাঙ্গুলী
রাজকুমারী রত্না	প্রতিমা মুখার্জ্জি
অজয় মল্লিক	প্রীতি মজুমদার
থিয়েটার ম্যানেজার	তুলসী লাহিড়ী
কুঞ্জ বাবু	৺ললিত মিত্র
বুকিং ক্লার্ক	সত্য মুখার্জ্জি
ফিল্ম ডিরেক্টর	ভানু রায়
ইন্সিওরেন্স এজেণ্ট	নবদ্বীপ হালদার
ভজা	বিজয় মজুমদার
'জাগ্রত ভারত' সম্পাদক	বিনয় বসু
অভিনেতা	রবি রায়
অভিনেত্রী	লাবণ্য নলিনী সুলেখা চাটার্জ্জী
হীরকের ম্যানেজার	প্রভাত সিংহ
রতনগড়ের ম্যানেজার	মণি চট্টোঃ

ব্যবস্থাপক	বৈজনাথ লাটিয়া
প্রধান যন্ত্রী	চার্লস্ ক্রীড্
আলোক চিত্র শিল্পী	বিভূতি দাস
বিশিষ্ট আলোক-প্রক্রিয়াবিদ	গীতা ঘোষ (সি এ. পি)
শব্দ নিয়ন্ত্রণ	চার্লস্ ক্রীড্
রসায়নাগার	জগৎ রায় চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টোঃ

সহকারী

পরিচালনায়	হেমন্ত গুপ্ত
চিত্র শিল্পে	জগদীশ
শব্দ যন্ত্রে	মান্নালাল লাটিয়া
ব্যবস্থাপনায়	সুরযু লাটিয়া

শিল্প নির্দ্দেশক	সুধাংশু চৌধুরী
সুর শিল্পী	হিমাংশু দত্ত, (সুর সাগর)
নৃত্য পরিকল্পনা	সাধনা বোস
গীতিকার	হেমন্ত গুপ্ত
চিত্র সম্পাদক	শ্যাম দাস

সহকারীগণ

দৃশ্য সজ্জা	মতিলাল
রূপ সজ্জা	কালিদাস দাশ
ধারারক্ষী	সারদা তালুকদার
স্থির চিত্রশিল্পী	দীনেশ দাশ
পটশিল্পী	পুরুষোত্তম
সাধারণ সহকারী	লালমোহন রায়

প্রচার সম্পাদক—গুলাবরত্ন বাজপেয়ী ও কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক

চিত্রপরিবেশক : মিঃ এস, আর হেমাডের পরিচালনায় এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রীবিউটার্স

অভিনয়

—কাহিনী—

১৯৩৮ সালের কথা নয়—১৮৩৮ সালেরও নয়—অনাগত দিনের কাহিনী।

পৃথিবী বেঁচে থাক্‌বে—বেঁচে থাক্‌বে চন্দ্র সূর্য্য—আরও বেঁচে থাক্‌বে. শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতা। এরা বেঁচে এসেছে চিরকাল—আজও আছে, পরেও থাক্‌বে।

মানুষের অস্তিত্বও যেমন সত্যি—তেমনি সত্যি হ'চ্ছে, মানুষ হ'য়ে জীবনে ভুল করা। এই ভুল করা মানুষের সহজ ধর্ম্ম। এইখানে মানব চিরন্তন—অতীত, বর্ত্তমান ও আগামীতে প্রভেদ নেই।

অভিনয়

কিষণগড়ের তরুণ জমিদার হীরক রায়। বাপ বনমালী রায় মারা গেছেন—সম্প্রতি বিষয় সম্পত্তিও কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডস্ থেকে এসেছে নিজের হাতে। যা হ'য়ে আস্‌ছে, যা হ'চ্ছে, এবং যা হ'বে—তাই-ই হ'ল! মধুভাণ্ড দেখে মধু-লোভীদের গুঞ্জন সুরু হ'ল।

একদিনের কথা। কোল্‌কাতায় একটি বিশেষ প্রয়োজনে অর্থাৎ 'রেস' খেলে সপার্ষদ হীরক ট্রেণে ফির্‌ছে তা'র জমিদারীতে, বর্দ্ধমান ষ্টেশনে হাতে এসে পড়্‌ল—"জাগ্রত ভারত" পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা। 'কভারে' বেরিয়েছে—"মিস্ বেঙ্গল"—মণীষা চৌধুরী নামে একটি মেয়ের ছবি। সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় মেয়েটি অধিকার করেছে প্রথম স্থান। হীরক বল্‌লে—মেয়েটি তার চেনা, মেয়েটির বাপ পাটনার শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ কর্ম্মচারী পীতাম্বর চৌধুরী —ছেলে বেলায় তাকে পড়াতেন। মণীষা তার ছেলে বেলার খেলার সাথী।

বন্ধুরা বিশ্বাস কর্‌লে না তা'র কথা। খেয়ালী ছেলে হীরক—খেয়ালবশে বাজী ধ'রে বস্‌লো—চেনা ত দূরের কথা—'মিস্ বেঙ্গল' মণীষা চৌধুরীকে বিয়ে ক'রেই সে তাদের দেখিয়ে দেবে। বন্ধুরা ভাব্‌লে বাতুল!

* * *

মণীষার যে ছবিটা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল, সেটা মণীষাদেরই প্রতিবেশী অজয়ের তোলা। অজয় পীতাম্বর বাবুর বাড়ীর ছেলের মতই! ছবিটা যখন তোলে, বেচারা অজয়ও ভাবেনি যে, 'জাগ্রত-ভারত' পত্রিকার সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় মণীষাই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাবে।

অভিনয়

সকাল বেলায় বুড়ো পীতাম্বর বাবু নাটকের খসড়া কর্‌ছিলেন, আর বিদেয় করছিলেন, একের পরে এক, ঘটক আর ইন্‌সিওরেন্সের দালালের দলকে। এমন সময় হীরক এসে হাজির। আলাপ পরিচয় হ'ল। পীতাম্বর বাবু ত' মহাখুসী। কিষণগড়ের হীরক—তাঁর ছাত্র হীরু এসেছে। মণীষাও সেখানে এ'ল। বহুদিন পরে, সেদিনের কিশোরী মণীষাকে হীরক দেখ্‌লে নতুন রূপে—বর্ষার উচ্ছল নদীর মত।

দিনের পর দিন যায়—নিবিড় হ'য়ে ওঠে হীরক ও মণীষার সান্নিধ্য। তারপর, তারপর একদিন প্রজাপতির বাঁধনে ওরা দুজনে পড়ে পরস্পরের কাছে বাঁধা।

* * *

অভিনয়

নববধূ মণীষাকে নিয়ে হীরক কিষণগড়ে ফিরে যায়।

* * *

স্রোতের মত দিন যায় ব'য়ে। হীরকের মনে পলি পড়ে। নীড় বাঁধ্‌বার ব্যাকুলতা তা'র ছিল, ছিল না মমতা। সেই মমতার অভাবই মণীষাকে ক'রে তুল্‌লে ব্যথিত। স্বামীর কাছে সবই সে পেলে—পেলে না শুধু, তা'র অন্তর যা চায়। অন্তরের ক্ষুধা তা'র র'য়ে গেল অতৃপ্ত। হীরক এ সব বোঝে না। তা'র ধারণায় নারীর যা কিছু কাম্য, সে তা মণীষাকে দিয়েছে। ঐশ্বর্য্য, সম্মান ছাড়া নারীর জীবনে আর কিছু কাম্য থাক্‌তে পারে, এ ধারণাই হীরক কর্‌তে পারে না। দুজনেরই অজ্ঞাতে ওদের মাঝখানে একটা ব্যবধানের কালো যবনিকা ধীরে ধীরে নামতে সুরু কর্‌লে।

ছোট্ট একটি ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে ওদের জীবন নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হ'য় বেশ নাটকীয় ভাবেই।

মণীষার জন্মদিন। মণীষার জন্মদিন ব'লেই নয়, বন্ধু-বান্ধবেরা ব'লেছে ব'লে, অভিনয় হ'বে। মণীষার জন্মদিন—একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

অভিনয় হ'বে মণীষার বাবা পীতাম্বর চৌধুরীর লেখা 'শকুন্তলা' নাটকের; হীরক —'দুষ্যন্ত' আর মণীষা 'শকুন্তলা'।

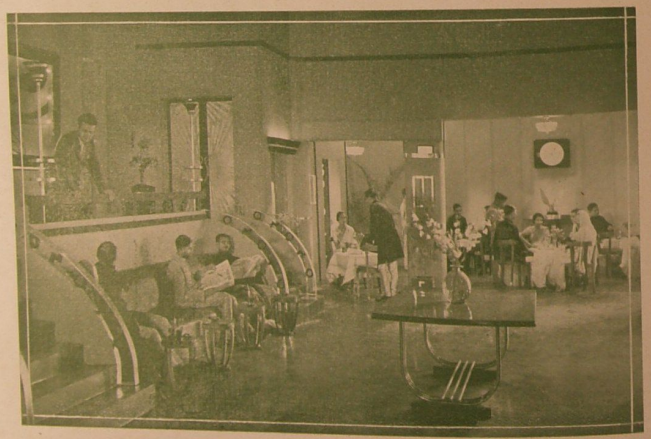

অভিনয়

নিমন্ত্রণ পত্র গেল হীরকের বাবার বন্ধু রতনগড়ের রাজা আর তাঁর মেয়ে রত্নার কাছে। রত্নার অন্তরে যে ক্ষতটা আস্‌ছিল শুকিয়ে, সেই ক্ষতটা গভীর হ'য়ে উঠ্‌ল হীরকের এই আঘাতে।

ঘটনাটা খুলে বলা দরকার। সে অনেক দিনের কথা। রতনগড় আর কিষণগড়ের মধ্যে একটা সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল রতনগড়ের রাজা আর কিষণগড়ের রাজা বনমালী রায়ের বন্ধুত্বে—এবং রত্না ও হীরকের ঘনিষ্ঠতায়। হঠাৎ রত্না গেল বিলেতে—হীরকের বাবা বনমালী রায়ও মারা গেলেন। তারপর, বিলেতে থাকা কালে রত্না সম্বন্ধে এমন দু'একটা কথা হীরক শুন্‌লে, যা'তে মন তা'র বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌ল রত্নার ওপর। অথচ, বিলেতে ব'সে রত্না এ সবের কিছুই জান্‌লে না। খেয়ালী হীরক প্রতিশোধ নিয়ে বস্‌ল মিস্ বেঙ্গল অর্থাৎ মণীষাকে বিয়ে ক'রে—তাও বাজী রেখে!

* * *

অভিনয়

বিলেত থেকে ফিরে রত্না কাগজে পড়্‌ল হীরকের বিয়ের কথা। আঘাতটা তা'র আরও বেশী ক'রে বাজ্‌ল যখন হীরক নিজে না এসে চিঠিতে নিমন্ত্রণ জানাল। এবং এই উৎসব থেকে নিজেকে দূরে রাখ্‌তে সে মুশৌরী যাবার ব্যবস্থা কর্‌লে। কিন্তু তা আর হ'ল না। রতনগড়ের রাজার কথায় হীরককে রতনগড়ে আস্‌তে হ'ল বাড়ীতে শকুন্তলার রিহার্স্যাল কামাই ক'রে।

হীরক ও রত্না দু'জনেই বুঝ্‌তে পার্‌লে দু'জনের ভুল। মেঘ কেটে গেল। প্রথম প্রেম এতদিনে হ'য়ে উঠ্‌ল পল্লবিত।

মণীষা উপলব্ধি কর্‌লে, কোথায় যেন কি ঘটেছে। তারপর, ব্যাপারটা তা'র কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। সমস্ত নারীত্ব তা'র জানালে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের আগুন এতদিন ধোঁয়াচ্ছিল তা'র অন্তরে। একদিনের ঘটনায় সেই আগুন ছড়িয়ে পড়্‌ল।

স্ত্রীর অধিকার হারিয়ে স্বামীর ঘরে থাক্‌তে মণীষার মন ঘোষণা কর্‌লে বিদ্রোহ। তারপর হীরক তারই বাড়ীর 'Hot-House'এ রত্নাকে যখন বল্‌লে—মণীষাকে বিয়ে করেছে সে বাজী রেখে—সে শুধু নামেই তা'র স্ত্রী! অন্তরাল হ'তে মণীষা শুন্‌লে এ কথা।

স্বামীর ঘর সে ত্যাগ কর্‌লে—স্বামীকে একথাও জানালে, যদি বেঁচে সে থাকে ত' স্বামীর পরিচয় নিয়ে থাক্‌বে না।

অভিনয়

বাপের কাছে সে ফির্‌তে পার্‌লে না। কারণ, মণীষা মরেছে, এ দুঃখও পীতাম্বর বাবু সইতে পার্‌বেন, কিন্তু সে স্বামী ত্যাগ করেছে, এ তাঁর পক্ষে অসহ্য—মণীষা এ কথা জানত। কিন্তু মণীষা না মর্‌লেও মর্‌ল। তা'র আত্মহত্যার সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। .....তা'র কিছুদিন পরেই মেট্রোপলিটন থিয়েটারের নতুন নাটক 'কচ-দেবযানী'তে দেবযানীর ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী দেবী ইন্দ্রাণীর নাম ফির্‌তে লাগ্‌ল লোকের মুখে মুখে।

মেয়ের মৃত্যু-সংবাদে বৃদ্ধ পীতাম্বর শোকে অন্ধ হ'য়ে গেলেন। তিনি পাটনা থেকে এলেন কোল্‌কাতায়—অজয়ের কাছে। অজয় তখন মেট্রোপলিটন্ থিয়েটারের মালিকের ফিল্ম ষ্টুডিও'র ক্যামেরাম্যান।

* * *

অভিনয়

মণীষা আত্মহত্যা ক'রেছে, এবং তারই জন্যে—এই কথাটা হীরকের মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগ্‌ল। রত্নার প্রেম ও মমতার মাঝে ডুবে হীরক এ শোক ছাই চাপা দিলে। রত্নার সঙ্গে হীরকের বিয়ে স্থির—হঠাৎ একদিন কাগজে মেট্রোপলিটন থিয়েটারের অভিনেত্রী দেবী ইন্দ্রাণীর ছবি দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌ল। সব ফেলে হীরক সেইদিনই ছুট্‌ল কোল্‌কাতায়।

……মঞ্চে দেবযানীকে দেখেই সে বুঝতে পারে—দেবী ইন্দ্রাণীই তার স্ত্রী মণীষা। নানা ছলে হীরক মণীষার সঙ্গে দেখা কর্‌বার চেষ্টা ক'রে—কিন্তু, মণীষা তা'কে আমল দেয় না। হীরকও জেদী ছেলে, যা পায় না, তা'র জন্যে সে মরিয়া হ'য়ে ওঠে। মণীষাকে যখন সে পেয়েছিল, তখন আগ্রহ তা'র গিয়েছিল ফুরিয়ে। আজ মণীষা দুর্ল্লভ হ'য়ে হীরকের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছে। থিয়েটারে অনেক টাকা ধার্ দিয়ে সে মেট্রোপলিটন থিয়েটারের কর্ত্তা হ'য়ে বস্‌ল। মণীষার আগ্রহে তা'র বাপেরই বই 'শকুন্তলা' হ'বে—অজয় মল্লিক পরিচালক, মণীষা বা দেবী ইন্দ্রাণী—'শকুন্তলা'। ম্যানেজার হীরককে দুষ্মন্তের ভূমিকা দেয়। বাসব রায় ছদ্মনামে হীরক দুষ্মন্তের ভূমিকায় মেট্রোপলিটনে আত্মপ্রকাশ কর্‌লে। 'দুষ্মন্ত'

অভিনয়

'শকুন্তলার' খ্যাতি আর ধরে না। এত টাকা, তবু ম্যানেজার কেবলই টাকা চায়—হীরকের জমিদারী বাঁধা পড়্‌ল রতনগড়ের রাজার কাছে। রতনগড়ের রাজাও মেয়ের মুখ চেয়ে ভাবী জামাইকে মোটা টাকা ধার দিলেন।

রত্না দেখে হীরক কোল্‌কাতা থেকে আর ফেরে না—তখন সে নিজেই এল কোল্‌কাতায়। এসে দেখ্‌লে—হীরক এক ''অভিনেত্রীর'' প্রেমে পাগল।

হীরকের মন থেকে রত্না যত দূরে সর্‌তে লাগ্‌ল, মণীষা তত এল কাছে। স্বামী পড়্‌ল তার নিজের স্ত্রীর প্রেমে বাঁধা!

অন্ধ বাপকে না দেখে মণীষা আর পারে না। যে মেয়েটি শকুন্তলা কর্‌ছে, সে নাট্য-কারের মুখে 'শকুন্তলার' চরিত্রের ব্যাখ্যা শুন্‌তে চায় ব'লে অজয় পীতাম্বরের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর দেখা করালে। বেচারা অন্ধ পীতাম্বর—চোখে দেখ্‌তে পা'ন না, দেবী ইন্দ্রাণীর গলা শুনেই চম্‌কে ওঠেন। মণীষা পালিয়ে বাঁচে!

অভিনয়

এই 'অভিনয়' চলে—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, বাপ মেয়ের মধ্যে। রত্নাকে হীরক জবাব দিয়ে দেয়—বলে: এই অভিনেত্রীই তা'র সব। রত্না ছি ছি করে—কিন্তু বেচারা হীরক বল্‌তে পারে না—এই ইন্দ্রাণীই তা'র স্ত্রী মণীষা।

অভিনয়—অভিনয়—অভিনয় ক'রে ক'রে জীবনও ওদের হ'য়ে ওঠে অভিনয়। একদিন ওরা দুজনেই ঠিক করে, অভিনয় আর তারা কর্‌বে না। ম্যানেজার মাথায় হাত দিয়ে বসে। শেষ পর্য্যন্ত ওরা রাজী হয়, পরের শনিবার পর্য্যন্ত অভিনয় কর্‌তে।

শনিবার—মেট্রোপলিটন থিয়েটারে 'শকুন্তলার' শেষ রজনী। বাসব রায় ও দেবী ইন্দ্রাণী আর অভিনয় কর্‌বেন না। সেদিন অডিটোরিয়মে লোক আর ধরে না। মণীষা অজয়কে দিয়ে পীতাম্বরকেও প্লে দেখাতে আনিয়েছে, ইচ্ছে, প্লে'র শেষে স্বামীর হাত ধ'রে বাবাকে প্রণাম ক'রে বল্‌বে—সে মরেনি।

অভিনয়

শেষ দৃশ্য—দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন—এরপরেই পড়্‌বে যবনিকা—তারপর, ওরা চ'লে যাবে—পীতাম্বরকে নিয়ে একেবারে কিষণগড়।.....

মণীষা ড্রেসিং রুমে তার 'মেক্-আপ' তুল্‌ছে। হীরক তার জন্যে অপেক্ষা করছে—পীতাম্বরকে নিয়ে অজয় বাইরে অপেক্ষা করছে—ট্রেণের সময় হয়ে এসেছে! হঠাৎ মণীষার কাছে এসে দাঁড়াল রত্না! ধন, ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রাণী—একজন অভিনেত্রী—যা চায় সে দেবে, ইন্দ্রাণী শুধু হীরককে ছেড়ে দিক। মণীষা ঘৃণাভরে চলে যাচ্ছিল, রত্না তখন তার কাছে হীরককে ভিক্ষা চাইলো—সে কুমারী, তার বাগদত্তা বধূ! হীরককে হারালে সমাজে তার কি স্থান হবে—হ'লই বা ইন্দ্রাণী অভিনেত্রী - ইন্দ্রাণী কি তা ভেবে দেখে দয়া করবে না? একজন বাগদত্তা বধূ—আর একজন পরিণীতা বধূ পরিণীতা বধূ! বাগদত্তা বধূকে কি সে ভিক্ষা দিল?

.....অভিনয়—অভিনয়—সবই অভিনয়। 'অভিনয়' ছবিতে সে অভিনয় দেখবেন।

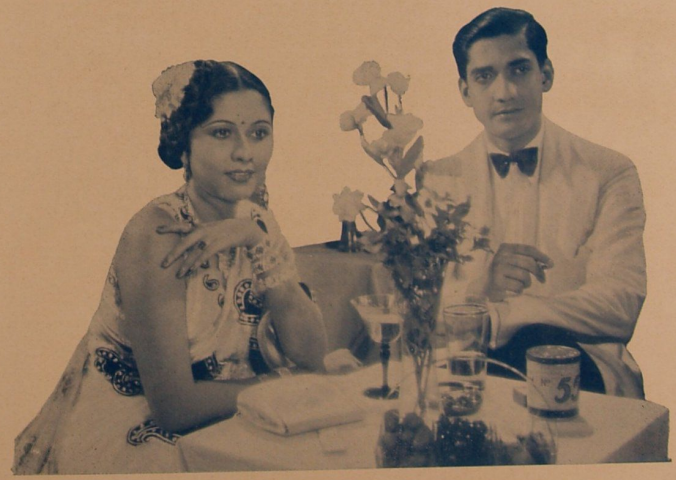

অভিনয়

গান

(১)

মণীষা : যে ধূপ জ্বলে হিয়ায়,
সুরভি সে নাহি পায়।
পরাণ জ্বলে দহন-শিখায়॥
যদি না দেবতা চায়,
মিছে ফুল ফোটে হায়।
পূজার বেলায়, পূরবী কাঁদিয়া যায়,
ধূপ জ্বলে হায়,
দেবতা ফিরে না চায়—
দখিনা লইয়া যায়,
শেষের সুরভি-কণা সাঁঝের চিতায়।
ধূপ নিভে যায়—হায় গো হায়॥

---

(২)

মণীষা : রাতের দেউলে জাগে বিরহী তারা,
ওগো তন্দ্রাহারা॥
তোমার আমার কথা রাতের তারায়,
গহীন্ নদীর জলে সে কথা হারায়।
তন্দ্রাহারা—ওগো তন্দ্রাহারা॥
তোমার আমার বুকে যে কথা জাগে,
চাঁদের তিলকে আঁকা গোপন রাগে;
নদীর মুকুরে আজি মিলাল তারা।
তন্দ্রাহারা—ওগো তন্দ্রাহারা॥

---

(৩)

মণীষা : তব মধুর আঁখি ছিল মাধুরী মেলি',
ছিল আকাশ-বধূ আঁখি-প্রদীপ জ্বালি'।
ভীরু প্রদীপখানি মম দেউলে আনি'
তব বিরহ-দূতী গেল রাখিয়া চ'লি॥
তব চরণধ্বনি, দূরে মিলাল শুনি,
মম পরশমণি হ'ল পথের ধূলি॥

অভিনয়

(৪)

হীরক ও রত্না :
হীরক। তোমার আঁখির তিমির তারায়
আমার হিয়ার ছায়া,
রত্না। তোমার হিয়ায় আমার হিয়ায়
চপল চাঁদের মায়া।
হীরক। ঐ নয়নে নয়ন রাখি
কোন্ জনমের স্বপন দেখি',
এই লগনেই হ'বে নাকি
মন দে'য়া আর নে'য়া।
উভয়ে। তোমার হিয়ায় আমার হিয়ায়
চপল চাঁদের মায়া॥

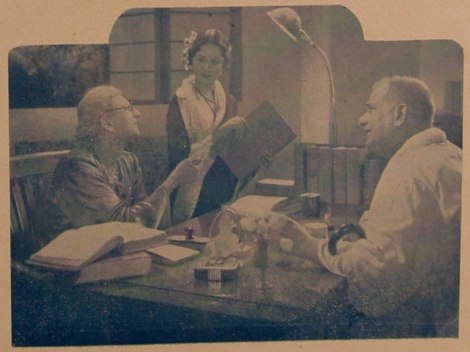

অভিনয়

(৪)

দেবযানী : মিলন-মাধুরী যেথা রচে মায়া,
সেথা আসে নামি বিরহের ছায়া।
কচ : জীবন-মরণ যেথা গেছে থামি',
প্রেমের অলকা সেথা আসে নামি' —
দেবযানী : মিলন-বিরহ রচে আলো-ছায়া॥

---

(৫)

হীরক : রূপের কমলে অরূপ-মাধুরী
ভরিয়া নাও,
এ-মধু-পিয়াসী চোখের চাতকে
জুড়ায়ে দাও।
চাহিয়া থাকিতে চাহনি ফুরায়,
তবু বেলা আজও হ'ল না যে হায়,
মোরে রাখি তব আঁখির তারায়
দেখিতে দাও—
তোমারে দেখিতে দাও॥

PRINTED BY THE IMPERIAL ART COTTAGE
1-A, Tagore Castle Street, Calcutta.

শ্রীভারতলক্ষ্মীর পরবর্ত্তী আকর্ষণ ?

★

নূতন ধরণের বাংলা সামাজিক চিত্র

পরশমণি

ভূমিকায় ঃ

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা,
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, প্রভা,
অরুণা, কুমারী লাবণ্যনলিনী,
সুলেখা চাটার্জ্জি।

পরিচালনা ঃ
প্রফুল্ল রায়

কাহিনী ঃ
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

•

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

৭০ বৎসর সততার সহিত পরিচালিত

অক্ষয় কুমার লাহা

১৭নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা
(চৌরঙ্গী মোড়)

ইমারতের -
মটর গাড়ীর -
সিনেমার -
দেওয়ালের -

রং

"রেডিয়াম" মার্কা
চিরস্থায়ী
সিমেন্ট-কলার
কারখানার রং

বার্নিস

ব্রাস

ফোন
কলিঃ ২৭৫৬

গ্রাম
"কলারম্যান"

"All Paints and Colours required for the super-film "Abhinaya" have been supplied by the renowned Paint Merchants of Calcutta, Aukhoy Coomar Laha, 1, Dharumtola Street."

SHREE BHARAT LAKSHMI PICTURES.

THE IMPERIAL ART COTTAGE-CAL.